

মাটির প্রতীমিতে চন্ময়ী ঈশ্বরীয় সত্তার পূজা

মাটির প্রতীমিতে চন্ময়ী ঈশ্বরীয় সত্তার পূজা :-

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলি, "প্রতীমা তো মাটিতে তৈয়ারী; ঈশ্বরজ্ঞানে ভাবনা করবি কেন?"

ইহার উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বললি, "মাটি কেনে গো ! চন্ময়ী প্রতীমা, তিনি তো অন্তর্যামী । যদি ঐ মাটির প্রতীমা পূজা করাতো কিছু ভুল হয়ে থাকে, তনিকি জানেন না যে তাঁকেই ডাকা হচ্ছে ? তিনি ঐ পূজাতে সন্তুষ্ট হন । যমেন বাপরে ফটোগ্রাফ দেখলে বাপকে মনে পড়ে, তমেনি প্রতীমার পূজা করতে করতে সত্যের রূপ-উদ্দীপন হয় । যমেন সোলার আতা এবং মাটির হাতী দেখে আসল আতা ও আসল হাতী মনে পড়ে, সেইরকম প্রতীমা দেখে ঈশ্বরকে মনে পড়ে ।"

মাটি, তামা সমস্তই সেই পরমপুরুষ । পরমপুরুষ ছাড়া আর কিছু নাই । একটি কৃষ্ণদ্র জলবিন্দুও পরাশক্তির রূপ । যে জল আমরা পান করি, তাহাও পরাশক্তি । উহা আমাদের ভিতরে প্রবেশে করিয়া অন্তর যে শীতল করে, তাহাও পরাশক্তির লীলা । তুলসীমালা লইয়া হরনাম জপ করিলি প্রত্যকে তুলসীও হরির রূপ বলিয়া বোধ হইবে ।

ভগবান সর্বব্যাপী । সেই পরাশক্তি সর্বত্রই বিরাজ করেন । উপাস্য মূর্তি কেবল একটি প্রতীকমাত্র নয় । সর্বব্যাপী ঈশ্বর সেই বগ্রহেও প্রত্যক্ষভাবে বিরাজ করেন । শ্রদ্ধাভক্তসিহকারে মাটি লইয়া শবিলিঙ্গ গড়িলি তাহাতে পরমেশ্বরের আবির্ভাব হয় । সকল বস্তুতেই ঈশ্বর বিদ্যমান । সেই মৃত্তকানিমিত্তি শবি-লিঙ্গও পরমেশ্বর ছাড়া আর কিছু নহে ।